ভোরের কাগজ

07.DEC 2005

শিক্ষা সংক্রান্ত এডভোকেসি কর্মশালায় বক্তারা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ব্যর্থ

কাগজ প্রতিবেদক : গত এক দশকে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্যি। কিন্তু সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল নয়। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারাভিযান। আর এক্ষেত্রে গণমাধ্যম পালন করতে পারে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা।

গত রোববার রাজধানীতে শিক্ষা সংক্রান্ত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের জোট গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক দুদিনব্যাপী এডভোকেসি কর্মশালার শেষ দিনে বক্তারা এ কথা বলেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের মোহাম্মদপুরস্থ প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করেন এনজিও প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। কর্মশালায় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা তুলে ধরেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার নানামুখী সংকটের চিত্র। দুদিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, কার্যক্রম ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ, ব্র্যাকের এডভোকেসি ও হিউম্যান রাইটস ইউনিটের পরিচালক আফসান চৌধুরী, দাতা সংস্থা এসসিসি-এর প্রোগ্রাম অফিসার শাহনাজ মুনির, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকার পরিচালক শাহ নেওয়াজ, পিপিআরসির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, এটিএন বাংলার চিফ রিপোর্টার জ ই মামুন, বিশেষ প্রতিনিধি শাকিল আহমেদ প্রমুখ।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, গণমাধ্যমই হতে পারে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। তিনি বলেন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এনজিওরা কেবল সাহায্য করতে পারে মাত্র।

প্রশিকার পরিচালক শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হলেও একজন শিশুর পড়ালেখার খরচ বাবদ তার পরিবারকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সকল শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

জ ই মামুন ও শাকিল আহমেদ বলেন, গণমাধ্যম কর্মীরা এখনো সমাজে তার শক্ত অবস্থান নিয়ে টিকে আছে। সাংবাদিকের আদর্শ তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করছে। পুরো সমাজ পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা অসীম।

দুদিনের এই এডভোকেসি কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।